সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো: মতিয়ার রহমান হাওলাদার কর্তৃক প্রদত্ত
বাণী

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস - ২০২১ অমর হোক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ কালের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সংগঠিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ এবং দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। প্রতিটি বিজয়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। আমাদের বিজয় দিবসের মহান অর্জনের পেছনেও রয়েছে বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের ইতিহাস। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। তাই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি দুঃখের, যন্ত্রণার, গৌরবের ও আনন্দের। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এরই মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্য একটি কালো অধ্যায়। এই দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর বিশ্বাসঘাতক স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আল বদর, আল শামস চক্র নজিরবিহীন নৃশংসতায় এক ভয়ংকর নীলনকশা বাস্তবায়ন করে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঠিক দুই দিন আগে মেধায়-মননে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শূণ্যতা সৃষ্টির হীন মানসিকতা থেকেই তারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। আজ আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর গৌরবময় বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির জয়যাত্রার শুরু। এই দিনে স্বপরিচয়ে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পাই। এই দিনটির জন্যই সারা বিশ্বে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মর্যাদা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিবছর সবিশেষ মহিমায় জাতির কাছে হাজির হয় বিজয় দিবস। সব অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-দু:শাসনের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস আমাদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই পরম লগ্নে মহান বিজয় দিবসে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতাসহ সকল বরেণ্য জাতীয় নেতাদের-যাঁদের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি অকুতভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বগাঁথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বুদ্ধিজীবীসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন আমরা তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি জাতির সূর্যসন্তান যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশর বর্তমান যুগান্তকারী উন্নয়নকে সামনে রেখে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঐক্যকে ধারণ করে আমরা আমাদের প্রিয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান, মনীষা, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে একে জাতীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আধুনিক কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। তাই শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবসের শুভলগ্নে আমাদের সকল সামর্থ্য ও সদিচ্ছাকে সুসংহত করে দেশকে এগিয়ে নিতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে কাজ করার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১৪ ডিসেম্বর ২০২১
প্রশাসন ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।